[Sanatan Dharma]

উপদেশে......07-03-2023....কারো কাছেই ঋণী নন

জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষ তার পিতা-মাতা, দেবতা, ঋষি গুরু ইত্যাদি অনেকের কাছেই ঋণী।
এ সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হলো মুকুন্দ বা শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করা।

এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৪১) বলা হয়েছে-
দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥
“যিনি শ্রীকৃষ্ণ বা মুকুন্দের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, অন্যান্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ
করলেও তিনি দেবতা, ঋষি, জনসাধারণ, আত্মীয়স্বজন বা পিতৃপুরুষ, কারো কাছেই ঋণী নন।”

****
**
অন্ধকার হাজার হাজার বছর ধরে একটি গুহায় রাজত্ব করতে পারে, কিন্তু আলো

নিয়ে আসে এবং অন্ধকার এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় যেন এটি কখনও ছিল না। একইভাবে, আপনার ত্রুটিগুলি যাই হোক না কেন, আপনি যখন ভালোর আলো আনেন তখন সেগুলি আর আপনার থাকে না।

Published on: Mar, 07 2023 09:50